দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAY 3 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫ ...

130

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রসঙ্গে

সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বিশৃঙ্খলা, স্থবিরতা ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এ বিভাগে বর্তমানে বিশৃঙ্খলা ও স্থবিরতা বিরাজ করছে। পূর্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থাকাকালীন সময়ে মাত্র ২ জন সহকারী সচিব, ১ জন উপ-সচিব ও অর্ধেক জন যুগ্মসচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন। পৃথক হওয়ার পর বর্তমানে একই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে এক প্রতিমন্ত্রী, এক সচিব, দুই যুগ্মসচিব, পাঁচ উপসচিব, দশ সহকারী সচিব/গবেষণা কর্মকর্তা রয়েছেন। মূলত এত অধিক সংখ্যক কর্মকর্তার কাজ উক্ত বিভাগে নেই। তাই সেখানে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হচ্ছে। সচিব বিনা প্রয়োজনে অধীনস্থ সংস্থাগুলোর কাজে হস্তক্ষেপ করছে, তাতে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।

বর্তমান সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে যোগদানের পর সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কতিপয় দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করেন। ফলে পদে পদে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। (১) ১৯৯৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। (২) দেশের অধিকাংশ থানায় অদ্যাবধি বোর্ডের বই পৌঁছেনি। (৩) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি এবং ছুটি মঞ্জুরের দায়িত্ব অধিদফতরের পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করায় ছুটি মঞ্জুরে অযথা বিলম্ব ঘটছে। ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। (৪) ১৯৯৯ সালের শিক্ষা সপ্তাহ অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়নি। (৫) ১৯৯৮-৯৯ সালের অর্থ বরাদ্দের চিঠি অদ্যাবধি অধিকাংশ থানায় পৌঁছেনি। (৬) এ বছরের নিয়মমাফিক শিশু জরিপ অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়নি। (৭) সচিব অধিদফতরের পিয়ন দ্বারা তাঁর বাড়িতে ছাগল চরাচ্ছেন। ফলে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে, বর্তমানে নানান কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। এতে প্রাথমিক শিক্ষা ধ্বংস হওয়ার পথে। আর সরকারের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার হাত হতে রক্ষার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

আলী আহমদ
বাংলাবাজার, ঢাকা।